জমানা

শঙ্খ ঘোষ

সত্যি বলতে বহুদিন হলো
আসেননি এই চত্বরে
মনে মনে শুধু পড়ে থেকেছেন
একাত্তরে বা সত্তরে।
‘স্বপ্ন বোনার দিন ছিল সেটা
কত অনুগামী কত কত নেতা
সকলেই যেন ছিল কেউকেটা,
পথ ছিল কত তরতরে—’
এ-রকমই শুধু বলে গিয়েছেন
লেখায় বা চিঠিপত্তরে।

কিন্তু কথাটা আরো একবার
ভেবে দেখবেন অন্তত?
অতীত যতটা রঙিন দেখায়
আপনারা ঠিক নন তত!
অন্ধসড়ক জানি থেকে থেকে
থম্‌কে গিয়েছে, গেছে এঁকেবেঁকে—
আজও মনে মনে দেখা দেয় কে কে
সকলেই তাঁরা সন্ত তো?
এ-প্রশ্ন নিয়ে নয়া জমানায়
কিন্তু মন দিন অন্তত।

সভাপর্ব

বিজয়কুমার দত্ত

(১)
সত্যপ্রসাদ আজকাল বাগানে
ব্যস্ত থাকেন। সকাল ও বিকেল
কী যে করেন, উদ্ভিদ রাজ্যের
এখানে ওখানে, তার সংবাদ
কেউই রাখেনা তেমন।
সত্যপ্রসাদ এখন এক অদ্ভুত নেশায়
গাছেদের কাছাকাছি এসে
স্থির হয়ে যান। মাঝে মাঝে পাতা ও ডালের
স্পর্শ নেন শরৎ সন্ধ্যায়।
কৌতূহলী কোনো প্রতিবেশী
মাঝে মাঝে দ্যাখেন,
সত্যপ্রসাদ, গাছেদের সঙ্গে
কথাবার্তা বলেন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সভায়।

(২)
পথ চলতে চলতে তিনজন প্রেমিকের সঙ্গে
আমার দেখা হয় ভোরের হাওয়ায়।
প্রথম জন শান্ত উদাসীন,
ঈশ্বরই অন্বিষ্ট তার।
দ্বিতীয়জন উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির
যে রমণীকে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে
কোথাও দ্যাখেনি কেউ
তারই অন্বেষণে বেলা কাটে তার।
তৃতীয়জন, নিজের গভীরে ডুবে গিয়ে
আত্মপ্রেমে মগ্ন হতে চায়।
আমি বহুকাল এই ত্রয়ী সাধকের
রাজ্যপাটে হেঁটে প্রতিদিন
পথ ভুলে যাই।